# রাসুল সা.-এর সংক্ষিপ্ত সীরাত

**মুফতি আবদুর রহমান গিলমান**

**জন্ম থেকে নবুওয়াত প্রাপ্তি**

রাসুল সা. মক্কা নগরীর বনি হাশেম গোত্রে আবু তালেবের ঘরে ১২ই কিংবা ৯ই রবিউল আউয়াল, ইংরেজি ২০শে এপ্রিল, সোমবার দিনে জন্মগ্রহণ করেন আবরাহার হাতির ঘটনার প্রায় ৫০ দিন পর।

**রাসুল সা.এর নামসমুহ**

তার অনেকগুলো নাম রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- মুহাম্মাদ, আহমাদ, ত্বাহা, আল মাহি, আল হাশেম, আল আকেব, নাবিউর রাহমাত, নাবিয়্যুত তাওবাহ, নাবিয়্যুল মালাহিম, আল মুক্বফী, আল খাতেম, আল ফাতেহ, আবুল কাসেম, ইয়াসীন, আল মুতাওয়াক্কিল।

**নবুওয়াতের আগের জীবন**

১. রাসুল সা. এর পিতা আব্দুল্লাহ ১৮ বছর বয়সে আমিনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

২. রাসুল সা. এর পিতা আব্দুল্লাহ রাসুলসা.কে দুই মাসের গর্ভে রেখে মদীনাতে মৃত্যুবরণ করেন। সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।

৩. জন্মের পর তিনি দুগ্ধপান করা ও বিশুদ্ধ আরবী ভাষা শেখার জন্য আবু কাবশার স্ত্রী হালিমা রা. এর ঘরে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি চার বছরাধিককাল পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। ওহী নাযিল হওয়ার পর কুরাইশরা যখন রাসুল সা. কে ঠাট্টাবিদ্রুপ করতে চেয়েছিল, তখন তারা তার বিরুদ্ধে কোন দোষ খুজে পাচ্ছিল না। কেননা, নবুওয়্যাত প্রাপ্তির আগে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ যুবকের জন্য বিরল দৃষ্টান্ত। তিনি অনেক বিশৃংখলাময় জাহেলী সমাজে বসবাস করা সত্ত্বেও তারা তাকে কোন কথা বলে দোষ দিতে পারেনি। শুধু বলেছে, এটা আবু কাবশার ছেলে।

৪. তার বয়স যখন চতুর্থ বছরের শেষের দিকে তখন ফেরেশতা কর্তৃক তার বক্ষ বিদারণের ঘটনা ঘটে। অতঃপর হালিমা রা.তাকে তার মায়ের কাছে ফেরত দিয়ে আসেন।

৫. মা আমিনা তাকে নিয়ে আদি ইবনে নাজ্জার গোত্রে তার [রাসুল সা. এর] মামা বংশীয়দের সাথে সাক্ষাত করতে যাচ্ছিলেন। তারা তার পিতারও মামা বংশীয় ছিল। মক্কার দিকে ফিরে আসার সময় "আবওয়া" নামক স্থানে মা আমিনা মৃত্যুবরণ করলেন। অতঃপর তাকে কোলে করে মক্কায় নিয়ে আসেন তার পিতার দাসী ও রাসুল সা.-এর প্রিয়পাত্র উসামা ইবনে যায়েদ রা.-এর মা "উম্মে আইমান রা. তিনি তাকে দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে সমর্পন করলেন। তখন তার বয়স ছিল ছয় বছর।

৬. মাত্র দুই বছর তাকে লালন পালন করার পর যখন রাসুল সা.-এর বয়স ৮ বছর হল, তখন দাদা আব্দুল মুত্তালিব মারা গেলেন। অতঃপর প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত তাকে দেখাশোনার দায়িত্ব নিলেন তার চাচা আবু তালেব। এভাবেই নবুওয়্যাতের ১১তম বছর তথা মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আবু তালেব সার্বক্ষনিকভাবে তাকে আগলে রাখতেন।

৭. তার বয়স ১২ বছর হলে চাচা আবু তালেব সিরিয়াতে ব্যবসায়িক সফরে তাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন।

৮. ২০ বছর বয়সে রাসুল সা. ফুজ্জার যুদ্ধ ও হিলফুল ফুজুল শান্তিসংঘে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি যুদ্ধকে অপছন্দ করতেন এবং সন্ধিকে ভালবাসতেন।

৯. মক্কায় ফিরে আসার পর তিনি তার দুধভাইদের সাথে ছাগল চরাতেন।

১০. ২৫ বছর বয়সে তিনি খাদিজারা.-এর মুলধন দিয়ে ব্যবসা [মুদারাবা তথা লাভ-ক্ষতিতে অংশীদারিত্ব ব্যবসা] করার জন্য দ্বিতীয়বারের মত সিরিয়া ভ্রমণ করেছিলেন।

১১. রাসুল সা.-এর সততা, আমানতদারিতা ও সুমহান চরিত্র দেখে খাদিজা রা. অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন। অতঃপর তিনি তাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়ে বিবাহ করলেন।

১২. তিনি অসীম বুদ্ধিমত্তা, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিচক্ষণতা ও অকৃত্রিম সহণশীলতার কারণে সমাজে ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কাবা ঘরের কালো পাথরকে যথাস্থানে রাখা নিয়ে চারদিন পর্যন্ত বিভিন্ন গোত্রে গন্ডগোল হওয়ার পর যখন যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠার উপক্রম হয়েছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে কুরাইশরা তাকে বিচারক মনোনীত করেছিল। রাসুল সা.সবাইকে সন্তুষ্ট করে সে যুদ্ধের আগুনকে নিভিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সেখানে নিজের চাদর বিছিয়ে দিয়েছিলেন। তার উপর পাথর রাখার পর তারা সবাই চাদরের বিভিন্ন পার্শ্ব ধরে উপরে উঠিয়েছিল। অতঃপর তিনি সেখান থেকে পাথরটিকে নিজহাতে উঠিয়ে নিয়ে কাবাঘরের গায়ে যথাস্থানে সেটাকে রেখে দিয়েছিলেন।

**নবুওয়্যাত প্রাপ্তি থেকে হিজরত পর্যন্ত**

১. হিজরতের ১৩ বছর আগে ৬১০ খৃস্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী, ২৭ শে রমজান তারিখে ৪০ বছর বয়সে রাসুল সা. এর ওপর ওহী নাযিল হয়।

২. তিন বছর গোপনে আল্লাহ্ তা'আলার ওপর ঈমান ও তার ইবাদাতের দিকে মানুষকে আহবান করার পর প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেয়া শুরু হয়।

৩. অনেক কষ্ট, নির্যাতন, ঠাট্টা-বিদ্রুপ এবং শিয়াবে আবু তালেবে তার ও তার সঙ্গী সাথীদের উপর অবরোধ আসার পরও তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন।

৪. হিজরতের ৩ বছর আগে তার বয়স যখন ৫০ এ উপনীত হল তখন তার প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা রা. তারপর চাচা আবু তালেব মারা গেলেন। এজন্য এ বছরকে "আমুল হুযন" বা দুঃখের বছর বলা হয়।

৫. রাসুল সা. তায়েফে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তাদের কাছ থেকে প্রচণ্ড রকমের অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হন। আর তিনি তার উত্তম জবাব দেন। যা সবারই জানা।

৬. নবুওয়্যাতের দশম বছরে হিজরতের ৩ বছর আগে ২৭ শে রজব মেরাজের ঘটনা সংঘটিত হয়।

৭. একই বছর আকাবার প্রথম শপথ অনুষ্ঠিত হয়। তখন তিনি খাজরাজ গোত্রের ১০ জন ও আউস গোত্রের ২ জন লোকের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। আর তাদের সাথে রাসুল সা. মুসয়াব ইবনে উমায়ের রা. কে কুরআন ও দীন শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে মদীনায় প্রেরণ করেছিলেন।

৮. পরবর্তী বছর আকাবার দ্বিতীয় শপথ অনুষ্ঠিত হয়। তখন তিনি খাজরাজ গোত্রের ৬২ জন এবং আউস গোত্রের ১১ জন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। এর পরপরই মুহাররাম মাসের শুরুর দিকে মুসলমানগণ মদিনায় হিজরত করা শুরু করলেন। সাথে সাথে শুরু হল রাসুল সা. এর মদীনায় হিজরতের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা । অতঃপর তিনি মক্কায় ১৩ বছর আল্লাহ্ তা'আলার দীনের দাওয়াত দেয়ার পর মদীনায় পৌঁছান ২০ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিস্টাব্দে; আরবী ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে।

**হিজরত থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত**

১. মদীনায় রাষ্ট্রের মৌলিক বিষয়সমুহ তথা-ভূখণ্ড, জাতি, ও শাসকগোষ্ঠীর সমন্বয়ে একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত হল। অবশেষে ৮ম হিজরীতে রাষ্ট্রের চুড়ান্ত ধাপ তথা আন্তর্জাতিকভাবে রাষ্ট্রের স্বীকৃতিও পাওয়া গেল। যে বছরকে "আমুল উফুদ" বা প্রতিনিধি দলের বছর বলা হয়।

২. হিজরতের প্রথম বছরে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এছাড়া তিনি বিভিন্ন চুক্তি, বাহিনী প্রেরণ, জিহাদ ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

৩. দ্বিতীয় হিজরীতে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যেমন-১. ওদ্দান, ২. বাওয়াত, ৩. আল আশীরা, ৪. প্রথম বদর, ৫. বদর যুদ্ধ, ৬. কায়নুকা', ৭. সাওয়িক। এছাড়া এ বছর বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে কাবা শরীফের দিকে কিবলা পরিবর্তন করা হয়। এ বছরই রোজা ও যাকাত ফরজ করা হয়।

৪. তৃতীয় হিজরীতে গাতফান, বুহরান, উহুদ ও হামরাউল আসাদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

৫. চতুর্থ হিজরীতে বানু নাজির, জাতুর রিকা ও শেষ বদর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।

৬. ৫ম হিজরীতে দাওমাতুল জান্দাল, বানুল মুসতালিক, খন্দক বা আহযাব ও বনু কুরায়জার যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।

৭. ৬ষ্ঠ হিজরিতে বানী লেহইয়ান, আল গাবা, হুদায়বিয়া, বিভিন্ন ছোটখাটো অভিযান প্রেরণ ও বায়আতে রিদওয়ান অনুষ্ঠিত হয়। এ বছরই কায়সার, কিসরা, মুকাওকিস ও নাজ্জাশীসহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে রাসুল সা. এর পক্ষ থেকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি প্রেরণ করা হয়।

৮. সপ্তম হিজরীতে খায়বার, ফিদাক ও ওয়াদী আল কুরা বিজয় হয়, এছাড়া বেশ কিছু ছোটোখাটো বাহিনী প্রেরণ ও গত বছরের হুদায়বিয়া সন্ধির চুক্তি অনুযায়ী উমরাতুল কাজা আদায় করা হয়।

৯. ৮ম হিজরীতে মুতার যুদ্ধ, মক্কা বিজয়, হুনায়ন ও তায়েফের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এছাড়া এ বছর বেশ কিছু সেনাদল প্রেরণ করা হয় এবং বেশ কিছু বিদেশী প্রতিনিধিদল আসে।

১০. ৯ম হিজরীতে তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে বিদেশী প্রতিনিধি দল আসা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবছর হজ্জ ফরজ হয়।

১১. ১০ম হিজরীতে রাসুল সা. বিদায় হজ্জ পালন করেন। এ বছর বিভিন্ন সেনাদল প্রেরণ করেন এবং একের পর এক বিদেশী প্রতিনিধিদল আসতে থাকে।

১২. ১১ তম হিজরীতে রাসুল সা. অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১২ ই রবিউল আউয়াল, ইংরেজী ৮ই জুলাই ৬৩৩ খ্রি. তারিখে সোমবার দিনে ইন্তেকাল করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল চন্দ্র বছর হিসেবে ৬৩ বছর ৩ দিন। আর সৌর বছর হিসেবে ৬১ বছর ৮৪ দিন।

### জন্ম

নবী কুলের সর্দার মহানবী হযরত রাসূলুল্লাহ সা. আসহাবে ফীলের বছর অর্থাৎ ৫৭০ খৃস্টাব্দের ১২ই বরিউল আউয়াল সোমবার সুবেহ সাদেকের সময় জন্মগ্রহণ করেন।

### বংশ পরিচয়

মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বংশ তালিকা– মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কা'ব ইবনে লুয়াই ইবনে ফিহির ইবনে মালেক ইবনে নাদার ইবনে কিনানাহ ইবনে খাজীমা ইবনে মুদরিকা ইবনে ইলইয়াস ইবনে মুদার ইবনে নাজ্জার ইবনে মুইদ ইবনে আদনান। এটুকুই সঠিকভাবে সংরক্ষিত আছে। এছাড়া ইসমাইল আ. থেকে আদনান পর্যন্ত বংশনামার তালিকা ঐতিহাসিক ও বংশনামা বর্ণনাকারীগণ নিশ্চিত করতে পারেন নি। আর তার মায়ের বংশতালিকা হল-আমিনা বিনতে ওহাব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে জোহরা ইবনে কিলাব। এভাবেই রাসুল সা. এর মায়ের বংশধারা রাসুল সা. এর পিতার বংশধারার সাথে মিলে গেছে।

রাসুল সা. বলেছেন, আমি বিবাহের মাধ্যমে দুনিয়াতে এসেছি। আদম আ. থেকে শুরু করে আমার পিতামাতা আমাকে জন্মদান করা পর্যন্ত আমি কোন জ্বিনা থেকে আসিনি। আমাকে জাহেলিয়াতের জ্বিনা-ব্যভিচার স্পর্শ করতে পারেনি। (তাবরানী, আবু নাঈম, ইবনে আসাকীর; ইমাম হাকেম এটাকে সহিহ বলেছেন। )

রাসুল সা. অন্যত্র বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ইসমাইল আ.-এর সন্তানদের মধ্য থেকে কেনানাকে, কেনানা থেকে কুরাইশকে, কুরাইশ থেকে বনী হাশেমকে এবং বনী হাশেম থেকে আমাকে নির্বাচিত করেছেন। (মুসলিম-২২৭৬, তিরমীজি-৩৬০৬, মুসনাদে আহমাদ-১৬৯৮৬)

### দুগ্ধপান

রাসুল সা. কে প্রথমেই দুগ্ধপান করানোর সৌভাগ্য লাভ করেন তার মা আমিনা। তারপর আবু লাহাবের দাসী সুয়াইবা; যিনি তার চাচা হামজাহ রা.-কে দুধ পান করিয়েছিলেন। এ কারণে হামজাহ রা. তার দুধভাইও ছিলেন। এরপর হযরত হালিমা আস সা'দিয়াহ রা. তার মেয়ে শিমা বিনতে হারেস ইবনে আব্দুল ওজ্জার সাথে তাকে দুগ্ধপান করানোর সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

### বক্ষবিদারণ

রাসূলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র বক্ষ মোবারক মোট চারবার বিদীর্ণ করা হয়। প্রথম বার তিন বছর বয়সে দুধভাই আবদুল্লাহর সাথে চারণভূমিতে থাকাবস্থায়। দ্বিতীয়বার, দশবছর বয়সে মরুভূমিতে থাকাবস্থায়, তৃতীয়বার, রামাজান মাসে নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে হেরা গুহায় অবস্থান কালে এবং চতুর্থ বার, মি'রাজের রাতে হাতিমে কা'বায় তাশরীফ গ্রহণের পর।

### সিরিয়া সফর

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বয়স যখন ছয় বছর মতান্তরে নয় বছর হয়, তখন চাচার সাথে তিনি প্রথম সিরিয়া সফর করেন। এরপর ২৩ বছর বা ২৪ বছর বয়সে হযরত খাদীজা রা.-এর গোলামের (যার নাম ছিল মাইসারা) সাথে দ্বিতীয়বার সিরিয়া সফর করেন।

### বিবাহ

হযরত মুহাম্মদ সা. পঁচিশ বছর বয়সে চল্লিশ বছর বয়সী হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদের সাথে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হন। খাদীজা রা.-এর সাথে মহানবী সা. নবুওয়াতপূর্ব দীর্ঘ পনের বছরসহ মোট পঁচিশ বছর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি আর কোন বিবাহ করেন নি। তাঁর ইন্তেকালের পর তিনি অন্যান্য বিবাহ করেন।

### স্ত্রীগণ

রাসূলুল্লাহ সা.-এর ১১ জন স্ত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সা.-এর জীবদ্দশায় দুইজন (হযরত খাদীজা রা. এবং হযরত যইনব বিনতে খুযাইমা রা.) ইন্তেকাল করেন। বাকী নয় জন রাসূলুল্লাহ সা.-এর ওফাতের সময় জীবিত ছিলেন। তাঁরা হলেন - (১) হযরত আয়েশা রা., (২) হযরত হাফসা রা., (৩) হযরত উম্মে সালামা রা., (৪) হযরত যাইনব বিনতে জাহাশ রা., (৫) হযরত জুওয়াইরিয়া রা., (৬) হযরত উম্মে হাবীবা রা., (৭) হযরত সাওদা বিনতে যাম'আ রা., (৮) হযরত সাফিয়া রা., এবং (৯) হযরতর মাইমুনা রা.।

### সন্তানাদি

রাসূলুল্লাহ সা.-এর দুই পুত্র (কাসিম এবং আবদুল্লাহ্ রা.) এবং চার কন্যা (হযরত যাইনব রা., হযরত রুকাইয়া রা., হযরত উম্মে কুলসুম রা. এবং ফাতিমা রা.)।

### নবুওয়াত লাভ

রাসূলুল্লাহ সা. -এর বয়স যখন ৪০ বছর পূর্ণ হয়, তখন তাঁকে নবুওয়াত প্রদান করা হয়। সে দিন ছিল ১৭ই রমাজান মতাবেক ৬ই আগস্ট-৬১০ খৃস্টাব্দ।

**ইসলামের দাওয়াত**

নবুওয়াত প্রাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ সা. প্রথম তিন বছর গোপনে ইসলাম প্রচার করেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেন। তখন থেকে তিনি প্রকাশ্যভাবে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন।

**তায়িফ সফর**

নবুওয়াতের দশম বছর শাওয়ালের ২৬/২৭ তারিখে যাইদ ইবনে হারিছা রা.-কে সাথে নিয়ে রাসুলুল্লাহ সা. দীনের দাওয়াত দিতে তায়িফ গমণ করেন।

**মি'রাজ**

রাসূলুল্লাহ সা. -এর বয়স যখন ৫১ বছর নয় মাস হয়, তখন তাঁকে স্বশরীরে মর্যাদাপূর্ণ ইসরা ও মি'রাজ ভ্রমণের মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়। মি'রাজে রাসূলুল্লাহ সা. প্রথমে কা'বা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসে যান, অতঃপর সেখান থেকে এক এক করে সাত আসমান অতিক্রম করে মহান আল্লাহর আরশে আজীমে তাশরীফ গ্রহণ করেন। এ মি'রাজ সফরে রাসুলুল্লাহ সা. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে বিধান লাভ করেন। মি'রাজে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সা. জান্নাত এবং জাহান্নাম স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন।

**মদীনায় হিজরত**

৪ঠা রবিউল আউয়াল সোমবার রাসূলুল্লাহ সা. হযরত আবু বক্কর রা. সহ মক্কা থেকে হিজরত শুরু করেন এবং লোকালয় পেরিয়ে ছাওর গুহায় অবস্থান গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁদের সাথে আমের ইবনে ফুহাইয়া এবং আবদুল্লাহ ইবনে উরাইকিতকে নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন।

**জিহাদে অংশগ্রহণ**

রাসূলুল্লাহ সা. স্বীয় জীবনে সর্বোমোট তেইশটি জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। এ সকল জিহাদকে 'গাযওয়া' বলা হয়। তন্মধ্যে মোট নয়টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। যথা- (১) গাযওয়ায়ে বদর, (২) গাযওয়ায়ে উহুদ, (৩) গাযওয়ায়ে আহযাব, (৪) গাযওয়ায়ে বনী কুরাইযা, (৫) গাযওয়ায়ে বনী মুস্তালিক, (৬) গাযওয়ায়ে খাইবার, (৭) গাযওয়ায়ে ফাতহে মক্কা, (৮) গাযওয়ায়ে হুনাইন এবং (৯) গাযওয়ায়ে তায়িফ।

আর রাসূলুল্লাহ সা. নিজে সশরীরে অংশগ্রহণ না করে অপর কাউকে সিপাহসালার নিযুক্ত করে সাহাবায়ে কেরাম -এর জামা'আতকে যে জিহাদ অভিযানে প্ররণ করেছেন, তাকে 'সারিয়্যা' বলে। এ ধরনের জিহাদের সংখ্যা ৪৩টি।

**ওফাত**

রাসূল সা. ৬৩ বছর বয়সে ১১ হিজরীর ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার দুপুরের পর রফীকে আ'লা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ডাকে সাড়া দিয়ে ইহধাম ত্যাগ করে পরপারে গমন করেন । অতঃপর খলীফা নির্বাচনের কাজ সমাধা করে ১৪ রবিউল আউয়াল রাতে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর গৃহে (রওযা মুবারকে) রাসূলুল্লাহ্ সা.-কে সমাহিত করা হয়।

**বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সীরাতগ্রন্থ**

বাংলা ভাষায় অনূদিত এবং লিখিত মিলিয়ে প্রায় ২০০ সীরাত গ্রন্থ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

সীরাতে ইবনে হিশাম (ইবনে হিশাম রহ.), নবীয়ে রহমত (আবুল হাসান আলী নদভী রহ.), সীরাতে মোস্তফা (আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী রহ.), আর রাহিকুল মাখতুম (সফিউর রহমান মোবারকপুরী), সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া (মুফতি শফি রহ.), তোমাকে ভালোবাসি হে নবী (গুরু দত্ত সিং)।

.........................................

**শিট প্রস্তুতকারক**

সাবেক কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন